ইত্তেফাক

তারিখ ২৭/১২/৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

128

প্রেসনোট

সরকার প্রাথমিক শিক্ষকগণকে ধর্মঘট বা অন্য কোনরূপ বিশৃংখলামূলক কর্মপন্থা হইতে বিরত থাকিয়া সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী ও অনশন সম্পর্কে গতকাল (শনিবার) এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, ৬ই মার্চ সরকারের সহিত প্রাথমিক শিক্ষকদের যে চুক্তি হইয়াছিল উহা ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হইয়াছে। প্রেসনোটের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"সরকার অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কিছুসংখ্যক ব্যক্তি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দাবীদাওয়া আদায়ের নামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান ও অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। তাঁহাদের কথিত যে তিনটি দাবী সম্পর্কে জানা গিয়াছে তাহা নিম্নরূপ: (১) জনাব আবুল কালাম

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

আজাদের মুক্তি, (২) সমিতির সহিত সরকারের ৬ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন, (৩) দ্রব্যমূল্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতন স্কেল পুনর্নির্ধারণ। প্রথম দাবীটি সম্পর্কে বলা যায় যে, জনাব আজাদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মামলা মাননীয় আদালতের বিচারাধীন আছে। সেই জন্য এই বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করা সমীচীন হইবে না। ৬ই মার্চ সরকারের সহিত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হইয়াছে। এই চুক্তির ধারসমূহ নিম্নরূপ: (১) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রস্তাবিত প্রাইমারী এডুকেশন অর্ডিন্যান্স-১৯৮১ প্রকাশ ও প্রচারে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে। (২) উপরোক্ত আইন ৭ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখ অথবা তৎপূর্বে প্রণয়ন এবং প্রকাশ করার সাথে সাথে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আহুত সকল প্রকার আন্দোলন, ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি যাবতীয় কর্মসূচী উপরোক্ত সমিতি প্রত্যাহার করিবেন এবং সকল প্রাথমিক শিক্ষককে আগামী ৯ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখে কাজে যোগদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আহ্বান জানাইবেন। (৩) ধর্মঘটকালীন সময়ের দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কোন প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক নেওয়া হইবে না। ধর্মঘটকালীন সময়ের জন্য (৯ই মার্চ পর্যন্ত) প্রাথমিক শিক্ষকগণ বেতন, ভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি পূর্ণভাবে পাইবেন এবং কনটিনিউটি অব সার্ভিস ব্যাহত হইবে না। (৪) প্রাথমিক শিক্ষকদের ১-৭-৭৩ তারিখের সরকারীকরণের পূর্বকালীন চাকুরীর সময়কালের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সরকারী চাকুরী হিসাবে গণ্য করিয়া পেনশন ও গ্রাচুইটি হিসাবের জন্য সংযোজিত হইবে এবং সরকারী কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য আইন মোতাবেক সকল সুবিধা দেওয়া হইবে। (৫) উপরোল্লিখিত যুক্ত সিদ্ধান্ত অদ্যই সকল প্রচার মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইবে। এই সকল বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরূপ: (১) প্রস্তাবিত প্রাইমারী এডুকেশন অর্ডিন্যান্স যথাসময়ে প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত অর্ডিন্যান্সকে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আইনে রূপান্তরিত করিয়া ৩০শে এপ্রিল গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এই আইন গত পহেলা ডিসেম্বর ১৯৮১ হইতে কার্যকর করা হইয়াছে। (২) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত আইন প্রণয়নপূর্বক ৬ই মার্চ ১৯৮১ তারিখে গেজেট প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকগণ ৯ই মার্চ তারিখে ধর্মঘট ইত্যাদি কার্যক্রম প্রত্যাহারপূর্বক কাজে যোগদান করেন। (৩) ধর্মঘটকালীন সময়ের জন্য কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই এবং সকল শিক্ষকই উক্ত সময়ের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পূর্ণভাবে পাইয়াছেন এবং কনটিনিউটি অব সার্ভিস ব্যাহত করা হয় নাই। (৪) প্রাথমিক শিক্ষকদের ১-৭-৭৩ তারিখের পূর্বের চাকুরীর সময়কালের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী চাকুরী হিসাবে গণ্য করিয়া তাঁহাদের পেনশন ও গ্রাচুইটি প্রদানের বিষয়ে গত ১-৭-৮১ তারিখের শাঃ৮/জি-১/৮০/১৯৮-শিক্ষা নং সরকারী আদেশ জারি করা হইয়াছে এবং গত ১৮-১১-৮১ তারিখের শাঃ৮/৬জি-১/৮০/৫৩৮ শিক্ষা নং সরকারী আদেশে উক্ত শর্তে প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনশন ও গ্রাচুইটি প্রদানের জন্য বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য আইন মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষকগণকে অপরাপর সকল সুবিধা দেওয়া হইতেছে।

অতএব, ৬ই মার্চের চুক্তির প্রতিটি ধারার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সরকারের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি দাবীরূপে উত্থাপন করা হইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বেতনক্রম নির্ধারণ, ইহা সকল সরকারী কর্মচারিগণের একটি সামগ্রিক বিষয় এবং সেই হিসাবে ইহা জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আশা করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকগণ সমগ্র বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করিবেন এবং ধর্মঘট বা অন্যকোনরূপ বিশৃংখলামূলক কর্মপন্থা হইতে বিরত থাকিয়া সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।"